The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century, 3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়ন: একটি পর্যালোচনা

[Comparative Religion Studies in Public Universities of Bangladesh: A Review]

Habibur Rahman
PhD Fellow, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 20 February 2025
Received in revised: 08 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Comparative Religion, Public Universities, Religious Tolerance, Interreligious Relations, Curriculum Development

ABSTRACT

The study of Comparative Religion is a significant branch of modern knowledge that focuses on analyzing the beliefs, rituals, traditions, and philosophical perspectives of various religions. This field is crucial in promoting religious tolerance, enhancing interreligious relations, and fostering peace in diverse societies. In a multi-religious country like Bangladesh, incorporating Comparative Religion into public universities is a pressing need, yet its institutional practice remains limited. Currently, there are hardly any dedicated departments for Comparative Religion in Bangladesh's public universities. While some universities include Comparative Religion within Islamic Studies or Theology curricula, its scope is limited. Expanding the study of Comparative Religion is essential for fostering mutual understanding among students and cultivating diverse perspectives. This research employs qualitative methods for data collection. The present syllabus and teaching-learning practices are reviewed meticulously. Based on the findings, the study identifies the demand for Comparative Religion studies, the challenges faced, some recommendations for effective learning, and potential avenues for development. To broaden the scope of Comparative Religion in public universities in Bangladesh, the study recommends establishing separate departments for the study of Comparative Religion, enhancing curricula, and increasing investments in interreligious research. Such initiatives are expected to have long-term impacts on fostering religious tolerance, communal harmony, and social cohesion among different religious believers in the country.

ভূমিকা

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আধুনিক জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ উন্মুক্ত করে। এটি অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় সহিংসতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং বিভাজনের প্রেক্ষাপটে এই শাস্ত্রের তাৎপর্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে 'তুলনামূলক ধর্ম' অধ্যয়ন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের মতো একটি ধর্মীয় বৈচিত্র্যের দেশে এ বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর চর্চা সীমিত পর্যায়ে রয়ে গেছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বা ধর্মতত্ত্ব বিভাগের কারিকুলামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তুলনামূলক ধর্মের অধ্যয়নের জন্য আলাদা বিভাগ বা বিস্তৃত পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্র এখনো সীমিত পর্যায়েই রয়েছে। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক ধর্ম' অধ্যয়নের বর্তমান চিত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট সিলেবাস ও কারিকুলাম বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব' কোর্স পরিচালনাকারী পাঁচজন বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও সহায়ক উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই শাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

তুলনামূলক ধর্মের পরিচয়

তুলনামূলক ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'Comparative Religion' এবং আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে مقارنة الأديان শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি বহুল ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। বর্তমানে এটি সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের একটি পরিপূর্ণ শাখা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।[১] বিভিন্ন মুসলিম পণ্ডিতগণ এবং প্রাচ্যবিদরা তুলনামূলক ধর্মের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

এক. তুলনামূলক ধর্মের অন্যতম গবেষক ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন মুসলিম এবং অমুসলিম পণ্ডিতদের প্রদত্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে তুলনামূলক ধর্মের একটি সর্বজনীন সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'তুলনামূলক ধর্ম হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় কাঠামো, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, মূল্যবোধ ও দর্শন অনুসন্ধান করে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করা এবং ধর্মগুলোকে পাশাপাশি স্থাপন করে এদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার ও উপাদানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়গুলোকে সুচিন্তিতভাবে চিহ্নিত করে তার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা। ফলে বিভিন্ন ধর্মের অভ্যন্তরীণ মৌলিক দর্শন ও চিরমুক্তির ধারণা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে যাতে একজন মানুষ সত্যিকারের ধর্ম কী বা কোন্‌টি তা সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।'[২]

দুই. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অন্যতম পথিকৃৎ ড. আহমদ শালাবী বলেন, 'তুলনামূলক ধর্ম এমন এক অভিজ্ঞানের নাম, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ ও তুলনামূলক আলোচনা করা হয় এবং এর মাধ্যমে ধর্মসমূহের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, মতদ্বৈধ এবং বিশুদ্ধতা ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপ তুলে ধরা হয়।'[৩]

তিন. 'তুলনামূলক ধর্ম হলো এমন এক শাস্ত্রের নাম, যা বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ, পরিব্যাপ্তির কারণ, ধর্মের অন্তর্নিহিত বিষয়, বৈশিষ্ট্যাবলি, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, ধর্মীয় কার্যক্রম, ধর্মের মৌলিক রীতিনীতি পরস্পর তুলনার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে দুর্বল ধর্ম থেকে বিশুদ্ধ ধর্ম এবং বাতিল ধর্ম থেকে সত্য ও যৌক্তিক ধর্ম নির্ধারণ করে।'[৪]

চার. ধর্মতত্ত্ববিদ লুইস হ্যানরী জর্ডানের (Louis Henry Jordan) মতে, 'তুলনামূলক ধর্ম হচ্ছে এমন বিজ্ঞান, যা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, পরস্পর সম্পর্কের মাত্রা এবং প্রকারভেদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা নির্ধারণের উদ্দেশে ধর্মগুলোর উৎস, কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করে।'[৫]

পাঁচ. প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ জোয়াকিম ওয়াচ (Joachim Wach) তুলনামূলক ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়নের মাধ্যমে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অর্থ কী এবং এ অভিজ্ঞতার প্রকাশ কী কী রূপ গ্রহণ করতে পারে আর মানুষের জন্য এটা কী করতে পারে তার সম্পর্কে দৃষ্টি লাভ করা যায়।'[৬]

ছয়. ধর্মতত্ত্ববিদ মাইকেল পি (Michael Pye) বলেন, 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বা সংক্ষেপে তুলনামূলক ধর্ম বলতে এমন এক অধ্যয়নকে বোঝায় যাতে একজন ছাত্রের মনোযোগ একক কোনো বিষয় যা শুধুমাত্র তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সাথেই সম্পর্কিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ না হয়। কারণ, উপাত্ত বিবেচনায় যার সাথে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট তার পরবর্তী উপলব্ধিতে সেটির অনেক অবদান থাকে। উপরন্তু কোনো সাধারণ চিত্র অথবা ধর্মীয় তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট ধর্মের মাঝে সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতার মাঝে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। আর এটিই তুলনামূলক অধ্যয়নের উপর নির্ভরশীল।'[৭]

মোটকথা, মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের নিকট 'তুলনামূলক ধর্ম' বলতে ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলনা করে বিশ্বের প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বজনীনতা প্রমাণ করাকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে প্রাচ্যবিদ ও অমুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদেরা তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক ধর্ম' অধ্যয়নের বর্তমান চিত্র

তুলনামূলক ধর্ম বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কারিকুলামে বিষয়টিকে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও এটি স্বতন্ত্র বিভাগ, আবার কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কোর্স হিসেবে এটির পাঠদান, এর উপর গ্রন্থ রচনা এবং গবেষণার উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশেষভাবে মিশর ও সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়টির উপর উল্লেখযোগ্য কিছু মৌলিক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে।[৮] বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও স্বতন্ত্র বিভাগ আবার কোথাও ইসলামিক স্টাডিজ কারিকুলামের সাথে বিষয়টিকে পড়ানো হচ্ছে।

স্বতন্ত্র বিভাগে শিক্ষাদান

বিশ্বে ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ঘাটতি, দ্বন্দ্ব, শত্রুতা ও ঘৃণার বিপরীতে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতার শিক্ষাকে জ্ঞান ও সংলাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক ধর্ম' বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব' ও ২০০৮ সালে 'বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি' বিভাগ হিসেবে নামকরণ করা হয়।[৯] এই বিভাগের কোর্সসমূহে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়নের পাশাপাশি বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের বিস্তারিত পাঠদান করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন ও এর প্রকৃতি, এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কৃতি উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১০] এই বিভাগটি গঠনের পর থেকেই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর এ বিভাগটির আয়োজনে 'বিশ্ব আন্তঃবিশ্বাস সম্প্রীতি সপ্তাহ' পালন করা করা হয়, যা বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে একটি সম্প্রীতির মিলনমেলা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।[১১]

ধর্মতত্ত্ব শিক্ষাদানে আলাদা অনুষদ

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই 'থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ' নামে একটি অনুষদ চালু করা হয়। এই অনুষদে মোট তিনটি বিভাগ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে 'দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ', 'আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ' এবং 'আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ'। 'দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগের একজন প্রফেসর বলেন,

> থিওলজি এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদটি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার জন্য বিশেষায়িত মনে হলেও এখানে 'কম্পারিটিভ রিলিজিয়ন' বা 'স্টাডি অফ রিলিজিয়ন' নামে আলাদা কোনো বিভাগ এখনো খোলা হয়নি। যদিও এই অনুষদের বর্তমান বিভাগগুলোতে তুলনামূলক ধর্মের উপর ১০০ মার্কসের একটি কোর্স পড়ানো হয়।[১২]

তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামিক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অনুষদ' নামে একটি আলাদা অনুষদের কার্যক্রম শুরু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যদিও ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে উক্ত অনুষদের অধীনে কোনো বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (IIER) এর পরিচালক ও দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন জানান, 'এটিই বাংলাদেশে প্রথম হতে যাচ্ছে। ইসলামিক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নামে আর কোথাও নেই। এই অনুষদের অধীনে তিনটা বিভাগ থাকবে- 'দাওয়াহ্ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ', 'তুলনামূলক ধর্ম' ও 'মুসলিম দর্শন'।'[১৩]

ইসলামিক স্টাডিজ ও দর্শন বিভাগে শিক্ষাদান

স্বতন্ত্র অনুষদ ও বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রামে 'তুলনামূলক ধর্ম' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এক বা একাধিক কোর্সে 'তুলনামূলক ধর্ম' পড়ানো হয়ে থাকে। এছাড়া দর্শন বিভাগের 'ধর্মীয় দর্শন' (Religious Philosophy) অংশে বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে।

তুলনামূলক ধর্মের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

ধর্ম মানুষের আত্মিক ও সামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধর্মের মৌলিক উপাদান, তার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে 'তুলনামূলক ধর্ম' এক বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এই বিষয়ের আওতায় ধর্মের উৎপত্তি, মানব সমাজে ধর্মের ভূমিকা, বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়। নিচে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শিক্ষা: তুলনামূলক ধর্মচর্চার প্রথম ধাপই হচ্ছে ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনের ধারণা নিয়ে আলোচনা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম পাঠদানকারী সকল কোর্সেই ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Religion: Origin & Development' শীর্ষক কোর্সে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।[১৪] এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে মাস্টার্স পর্যায়ের 'Evolution and Philosophy of Religion' শীর্ষক কোর্সে[১৫] এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'World Religion' কোর্সে Ghost theory, Taboo, Totem, Mana, Magic ও Animism-এর মতো আদিম ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষণ করা হয়।[১৬] একইভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ধর্মচিন্তার আদি রূপ অনুধাবনে সহায়তা করে।[১৭] অন্যান্য পাঠ্যক্রমেও ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ধর্ম ও মানুষের অপরিহার্য সম্পর্ক

মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনধারায় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলক ধর্মচর্চার আরেকটি মৌলিক দিক। তুলনামূলক ধর্মচর্চায় ধর্ম ও মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, এবং ধর্ম ও বাস্তবতার সম্পর্ক বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যয়নে ধর্মকে কেবল বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং সমাজ গঠনের একটি সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে পরিচিত করানো হয়েছে।

তুলনামূলক ধর্মচর্চার ইতিহাস ও মনীষীদের অবদান

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিকাশে মুসলিম এবং অমুসলিম চিন্তাবিদদের অনবদ্য অবদান রয়েছে। তুলনামূলক ধর্মের অধ্যয়নে ইমাম গাযালী, শাহরাস্তানী, ইবনু তায়মিয়া, ইবনু হাযম, আবু যাহ্‌রা, ড. দারায, ড. আহমাদ শালাবী প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদদের পাশাপাশি ম্যাক্স মুলার, ফ্রেজার, টয়নবি, উইডজেরি, জোয়াচিম ওয়াচ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীদের অবদান বিশ্লেষণ করা হয়।[১৮] মনীষীদের জীবনী ও তাদের অবদান বিষয়ক এই অধ্যয়ন ধর্মচিন্তার বহুমাত্রিকতা ও তাত্ত্বিক গভীরতা অনুধাবনে সহায়ক।

বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক উপাদান ও নৈতিক শিক্ষা

তুলনামূলক ধর্মচর্চায় প্রধান ধর্মগুলোর উৎপত্তি, বিশ্বাস, আচার, দর্শন ও নৈতিকতা বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যক্রমে ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিষ্ট, ইহুদি ও জরথুস্ত্র ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মতত্ত্ব পাঠ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১৯] বিশেষভাবে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টিকর্তা, পুনর্জন্ম, মুক্তি, মানবজীবনের উদ্দেশ্য, আচার, ধর্মগ্রন্থ ও উৎসবের তুলনামূলক বিশ্লেষণও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই উপাদানগুলো শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বহুমত, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের ধারণা দিতে সহায়তা করে।

ধর্মীয় দর্শন ও জীবন-ঘনিষ্ঠ চিন্তা: তুলনামূলক ধর্মচর্চায় ধর্মীয় দর্শনের (Religious Philosophy) অংশে আত্মা ও তার অমরতা, বিশ্বাস ও যুক্তির সম্পর্ক, বিশ্বাসের সত্যতা, মেটাফিজিক্স প্রভৃতি বিষয় গুরুত্ব পায়।[২০] এসব অধ্যয়নের মাধ্যমে ধর্মের গভীরতর ব্যাখ্যা, অন্তর্নিহিত দর্শন ও মানব অস্তিত্বের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও শান্তির উদ্যোগ

বর্তমান বিশ্বে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি' বিভাগের 'Interfaith Dialogue and Understanding' কোর্সে আন্তঃধর্মীয় শান্তি, সাম্প্রদায়িক সংঘাতের কারণ, সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলাদেশে ধর্মীয় সহনশীলতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[২১] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও সংলাপের সংজ্ঞা, নিয়ম, পদ্ধতি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[২২] এগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহানুভূতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের শিক্ষা দেয়।

তুলনামূলক ধর্মচর্চার উন্নয়নের জন্য সুপারিশমালা

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় 'তুলনামূলক ধর্ম' বিষয়টি ক্রমবিকাশমান একটি শিক্ষাক্ষেত্র। তবে এর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে প্রাসঙ্গিক ও কাঠামোগত কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন। বর্তমান বাস্তবতায় আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই পাঠ্যক্রমে কিছু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ কিছু প্রফেসর এই শাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান করেছেন। সেগুলোর মধ্যে কিছু পরামর্শ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত কারিকুলাম প্রণয়ন

বর্তমানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচি কিছুটা ভিন্ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে একটি সমন্বিত জাতীয় কারিকুলাম উন্নয়ন প্রয়োজন, যেখানে ধর্মের উদ্ভব, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মীয় দর্শন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, এবং নৈতিকতা বিষয়ক তুলনামূলক অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

স্বতন্ত্র অনুষদ ও বিভাগ চালুকরণ

তুলনামূলক ধর্মচর্চাকে আরও সম্পসারিত করতে স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা অপরিহার্য। এ বিষয়ে একজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, 'বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি' বিভাগ ছাড়া এ বিষয়ে বিশেষায়িত কোনো বিভাগ নেই। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাথে যে কোর্স রয়েছে তা যথেষ্ঠ নয়। তাই আলাদা বিভাগ চালু করা আবশ্যক। প্রাথমিকভাবে অন্তত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে আলাদা বিভাগ চালু করা যেতে পারে, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও।'[২৩]

সিলেবাসে সমকালীন বিষয় অন্তর্ভুক্তি

বর্তমান সিলেবাসে ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকলেও, সমকালীন বিশ্বে ধর্ম নিয়ে যে সংকট, সংঘাত ও সংলাপ চলছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রতিফলিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও পরিবেশনীতি, ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবাধিকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।[২৪]

গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি

'তুলনামূলক ধর্ম' বিষয়ের উন্নয়নের জন্য এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করতে হবে। সুতরাং গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের উপর গুরুত্বারোপ

তুলনামূলক ধর্মের সাথে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অভিজ্ঞানটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব 'ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগ' ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' ছাড়া অন্যান্য পাঠ্যক্রমে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠের উপর জোর প্রদান আবশ্যক।[২৫]

বই, অনুবাদ ও টেক্সট সংকলনের ব্যবস্থা

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বাংলায় প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা এখনও অপ্রতুল। অনেক আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থ এখনো বাংলায় অনূদিত নয়। প্রয়োজন হলে সরকার ও অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যৌথ উদ্যোগে এসব বই অনুবাদ ও প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক ধর্ম' অধ্যয়ন ধীরে ধীরে অ্যাকাডেমিক গুরুত্ব পাচ্ছে, বিশেষত 'ইসলামিক স্টাডিজ' ও 'বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব' সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ, মৌলিক ধারণা, নৈতিক শিক্ষা এবং ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ধর্মীয় সহনশীলতা নিয়েও কিছুটা আলোচনা যুক্ত হয়েছে, যদিও তা এখনও সীমিত ও তাত্ত্বিক পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ, আন্তঃধর্মীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্তকরণ, গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা জরুরি। এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবল ধর্মীয় জ্ঞান নয়; বরং সমঝোতা, সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। ফলে, তুলনামূলক ধর্মচর্চা অ্যাকাডেমিক জগতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তেমনি বহুধর্মীয় বাংলাদেশে সামাজিক সম্প্রীতির শক্ত ভিত্তি রচনা করতেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

তথ্যনির্দেশ

[১] Md. Abdul Hannan, "Comparative Study of Religion: Problem and Prospeccts", *Rajshahi University journal of arts and law*, Vol. 43 (2015), p. 29-36; মুহাম্মাদ আফাজ উদ্দীন, "তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, (ডিসেম্বর, ১৯৯৬), পৃ. ১।

[২] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *তুলনামূলক ধর্ম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২২), পৃ. ৯৯।

[৩] ড. আহমাদ শালাবী, *আল-ইয়াহুদিয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহ্দাহ্ আল-মিসরিয়্যাহ. তা.বি), পৃ. ৩২-৩৩।

[৪] মাহমুদ মুহাম্মাদ মাযরুয়াহ, *মুহাদারাতুন ফী মুকারানাতিল আদইয়ান* (বৈরূত: দারুস শুরুক, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫।

[৫] Comparative Religion is that science which compares the origin. structure and characteristics of the various Religions of the world. with the view of determining their genuine agreements and difference, the measure of relation in which they stand one of another. and relative superiority or inferiority when regarded as types. Cf. Louis Henry Jordan, *Comparative Religion: Its Genesis and Growth* (Edinburgh: T. & T. Clark. 1905), p.63.

[৬] A comparative study of religion such as the new era made possible enables us to have a fuller vision of what religious experience can mean, what forms its expressions may take and what it might do for man. Cf. Joachim wach, *The comparative Study of Religions* (New York: Columbia University Press, 1958), p.9.

[৭] The comparative study of religion, or comparative religion for short is really a phrase used to indicate the study of religion in so far as the student is not confining his attentions to a single; should be concerned with comparative religion simply, because the consideration of data analogous to those with which he is primarily concerned may contribute to his understanding of the latter. Moreover, any general view or theory of religion must take into account the similarities and dissimilarties between specific religion and hence is dependent on comparative study." Cf. Michael Pye, Comparative Religion (Great Britain: Britol Typesetting Company Limited. 1972), p.8.

[৮] আবু বকর মোঃ জাকারিয়া মজুমদার ও মোঃ আব্দুল কাদের, *তুলনামূলক ধর্ম ও মুসলিম মনীষা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১১), পৃ. ১৬।

[৯] https://www.du.ac.bd/body/about/WRC. Accessed (April 12, 2025).

[১০] Department of world religion and culture, University of Dhaka, *Syllabus for B.A Honours* (Dhaka: Departmental Publication, 2023).

[১১] Shahreen, Shahla. "Interfaith Dialogue to Counter Radicalization in Bangladesh: An Approach to Move from Extremism to Pluralism." *Social Science Review* 40, no. 1 (2023): 165–84. https://doi.org/10.3329/ssr.v40i1.69082.

[১২] বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের সাক্ষাৎকার-১, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯/০১/২০২৫, সময়: সকাল ১১.৩০-১২.০০।

[১৩] Palabadal, (ইবিতে চালু হচ্ছে 'ইসলামিক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অনুষদ) https://www.ajkalerkhobor.net/news/174797. (January 31, 2025).

[১৪] Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Syllabus for B.A Honours (Rajshahi: Departmental Publication).

[১৫] Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Curriculum for M.A (Dhaka: Departmental Publication, 2018).

[১৬] Department of Islamic Studies, University of Jagannath, Curriculum for B.A Honours (Dhaka: Departmental Publication).

[১৭] National University, Syllabus of Islamic Studies Department, 4th Year.

[১৮] Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Syllabus for M.A (Rajshahi: Departmental Publication).

[১৯] *Curriculum of Department of Islamic Studies*, University of Dhaka; Isalmic University, *Al-Quran and Islamic Studies Syllabus*; Islamic Arabic University Syllabus;

[২০] Department of Islamic Studies, University of Jagannath, *Curriculum for B.A Honours*.

[২১] Department of world religion and culture, University of Dhaka, *Syllabus for B.A Honours*.

[২২] Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, *Syllabus for B.A Honours.*

[২৩] বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের সাক্ষাৎকার-৩, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২৩/০১/২০২৫, সময়: সকাল ১০.১৫-১০.৪০।

[২৪] বিশেষজ্ঞ প্রফেসরের সাক্ষাৎকার-৫, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২১/০১/২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০-১০.৩০।

[২৫] *তদেব*।